তারিখ ... 25 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা 9 কলাম 2 ...

দৈনিক বাংলা

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য ঃ সাড়ে ৪শ' কোটি টাকা বরাদ্দ

নিউজ মিডিয়া ঃ শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী আরও বেগবান করার জন্য সরকার ৪৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ অনুমোদন করেছেন। এ কর্মসূচীর আওতায় বর্তমানে ৩৫ লাখ শিশু উপকৃত হচ্ছে।

দেশের অবহেলিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে বিগত সরকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করেন। প্রথমে এই খাদ্য কর্মসূচী পরীক্ষামূলকভাবে দেশের মাত্র কয়েকটি থানার নির্বাচিত ইউনিয়নে শুরু করা হয়। এতে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। এরপর পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা হয়।

১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে প্রথম দফায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় দেশের ৪৬০টি ইউনিয়নে সাত লক্ষাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে দ্বিতীয় দফায় আরও ১ হাজার ইউনিয়নের ১৬ লক্ষাধিক শিশুকে এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে ৬৪টি জেলার সর্বাধিক অনগ্রসর ১২শ' ইউনিয়নের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এতে প্রায় ৩৫ লক্ষাধিক শিশু এই কর্মসূচীর সুযোগ পেয়েছিল। এ সময় নির্বাচিত ইউনিয়নের সকল স্কুলের শিশুদের সর্বোচ্চ ২৯ কেজি গম প্রদান করা হচ্ছে। এতে দরিদ্র ঘরের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের যুগান্তকারী সাড়া মেলে।

দরিদ্র পিতা-মাতা তাদের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত সন্তানদের জীবিকা অর্জনে নিয়োজিত না করে স্কুল পাঠাতে উৎসাহিত হয়ে উঠে। এ কর্মসূচীর আওতায় ৯৬ শতাংশের বেশি শিশু স্কুলে যাওয়া আসা শুরু করে। সূত্র জানায়, সম্প্রতি একনেকের এক বৈঠকে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী আরো জোরদার করার জন্য ৪শ' ৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ অনুমোদন যদিও বিশ্বব্যাংক শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে ভর্তুকি প্রদানকে সমর্থন করছে না। তারপরেও বর্তমান সরকার এই কর্মসূচী অব্যাহত রাখলে আগামীতে আরও সফল অর্জন করা সম্ভব হবে। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার মাঝপথে ঝরে পড়া বন্ধ হবে বলে সূত্রটি আশা প্রকাশ করছে।